ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৪র্থ পত্র: আত তাফসীরুল মুয়াসির-২

مجموعة (أ) : ترجمة الايات مع التفسير

সুরা ইবরাহীম : سورة ابراهيم

প্রশ্ন : ৩৪। আয়াত নং ১ - ৫ :

الر ك تب انزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمت الى النور لا باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد - الله الذى له ما في السموت وما في الارض ط و ويل للكفرين من عذاب شديد - الذين يستحبون الحيوة الدنيا على الاخرة و يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ط اولئك في ضلل بعيد - وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ط فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ط وهو العزيز الحكيم - ولقد ارسلنا موسى بايتنا ان اخرج قومك من الظلمت الى النور لا وذكرهم بايم الله ط ان في ذلك لايت لكل صبار شكور-

প্রশ্ন : ৩৫। আয়াত নং ১৮ - ২০ :

مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف ط لا يقدرون مما كسبوا على شيء ط ذلك هو الضلل البعيد - الم تر ان الله خلق السموت والارض بالحق ط ان يشا يذهبكم ويات بخلق جديد - وما ذلك على الله بعزيز-

প্রশ্ন : ৩৬। আয়াত নং ২১ - ২২ :

وبرزوا لله جميعا فقال الضعفؤ للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ط قالوا لو هدنا الله لهدينكم ط سواء علينا اجزعنا ام صبرنا مالنا من محيص - وقال الشيطن لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم ط وما كان لى عليكم من سلطن الا ان دعوتكم فاستجبتم لى ج فلا تلومونى ولوموا انفسكم ط ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخى ط انى كفرت بما اشركتمون من قبل ط ان الظلمين لهم عذاب اليم-

প্রশ্ন : ৩৭। আয়াত নং ২৪ - ২৯ :

الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء - تؤتى اكلها كل حين م باذن ربها ط ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون - ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار - يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة ج ويضل

الله الظلمين دد ويفعل الله مايشاء - الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار - جهنم ج يصلونها ط وبئس القرار-

প্রশ্ন : ৩৮। আয়াত নং ৩৫ - ৩৯ :

واذ قال ابرهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبنى وبنى ان نعبد الاصنام - رب انهن اضللن كثيرا من الناس ج فمن تبعنى فانه منى ج ومن عصانى فانك غفور رحيم - ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم لا ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرت لعلهم يشكرون - ربنا انك تعلم ما نخفى وما نعلن ط وما يخفى على الله من شيء فى الارض ولا فى السماء - الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل واسحق ط ان ربى لسميع الدعاء -

প্রশ্ন : ৩৯। আয়াত নং ৪৮ - ৫২ :

يوم تبدل الارض غير الارض والسموت وبرزوا لله الواحد القهار - وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد - سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار - ليجزى الله كل نفس ما كسبت ط ان الله سريع الحساب - هذا بلغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد و ليذكر اولوا الالباب-

سورة الحجر : সূরা আল হিজর

প্রশ্ন : ৪০। আয়াত নং ১ - ১০ :

الر دد تلك ايت الكتب وقران مبين - ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين - ذرهم ياكلوا و يتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون - وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم - ما تسبق من امة اجلها وما يستاخرون - وقالوا يايها الذى نزل عليه الذكر انك لمجنون - لو ما تاتينا بالملئكة ان كنت من الصدقين - ما ننزل الملئكة الا بالحق وما كانوا اذا منظرين - انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون - ولقد ارسلنا من قبلك فى شيع الاولين-

প্রশ্ন : ৪১। আয়াত নং ১১ - ১৫ :

وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزءون - كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين - لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين - ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون - لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون-

প্রশ্ন : ৪২। আয়াত নং ২৬ - ৩১ :

ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون - والجان خلقنه من قبل من نار السموم - واذ قال ربك للملئكة انى خالق بشرا من صلصال من حما مسنون - فاذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين - فسجد الملئكة كلهم اجمعون - الا ابليس ط ابى ان يكون مع السجدين-

প্রশ্ন : ৪৩। আয়াত নং ৪৫ - ৪৯ :

ان المتقين فى جنت وعيون - ادخلوها بسلام امنين - ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقبلين - لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين - نبئ عبادى انى انا الغفور الرحيم-

প্রশ্ন : ৪৪। আয়াত নং ৮৭ - ৯৩ :

ولقد اتينك سبعا من المثانى والقران العظيم - لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين - وقل انى انا النذير المبين - كما انزلنا على المقتسمين ، الذين جعلوا القران عضين - فوربك لنسئلنهم اجمعين - عما كانوا يعملون-

সুরা ইবরাহীম : سورة ابراهيم

প্রশ্ন-৩৪ আয়াত: সূরা ইবরাহীম, আয়াত ১-৫ (الر ك تب انزلنه اليك لتخرج الناس... الى... لايت لكل صبار شكور)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): সূরা ইবরাহীম মক্কায় অবতীর্ণ। এই সূরার প্রারম্ভিক আয়াতগুলোতে কুরআনের উদ্দেশ্য, রিসালাতের ভাষা ও আল্লাহর বিশেষ দিনগুলো (আইয়ামুল্লাহ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নবী প্রেরণের মূল লক্ষ্য মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনা—এই বিষয়টি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-১): আলিফ-লাম-রা; এটি এমন একটি কিতাব যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন—পরাক্রমশালী, প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে। **(আয়াত-২):** (তিনিই) আল্লাহ, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই যার। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাবের দুর্ভোগ। **(আয়াত-৩):** যারা আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালোবাসে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয় আর তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে; তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। **(আয়াত-৪):** আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। **(আয়াত-৫):** আর আমি মুসাকে আমার নিদর্শনসহ পাঠিয়েছিলাম (এবং বলেছিলাম) যে, 'তোমার কওমকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনো এবং তাদেরকে আল্লাহর বিশেষ দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দাও।' নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ১-৩ এর ব্যাখ্যা: কুরআনের মূল কাজ হলো মানুষকে কুফরি ও শিরকের 'জুলুমাত' (অন্ধকার) থেকে ঈমান ও তাওহীদের 'নূর' (আলো)-এর দিকে নিয়ে আসা। তবে এই হেদায়েত আল্লাহর অনুমতির (ইজন) ওপর নির্ভরশীল। যারা দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাত বিমুখ হয় এবং

ইসলামের সহজ সরল পথে বক্রতা (ত্রুটি) খোঁজে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির হুশিয়ারি রয়েছে। **আয়াত ৪-এর ব্যাখ্যা:** আল্লাহর সুন্নাত হলো, তিনি যখনই কোনো নবী পাঠিয়েছেন, সেই নবীর দাওয়াত যেন ফলপ্রসূ হয়, সে জন্য তাকে তার কওমের ভাষায় ওহী দিয়েছেন। আমাদের প্রিয়নবী (সা.) আরব ছিলেন, তাই কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে, যদিও তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর নবী। **আয়াত ৫-এর ব্যাখ্যা:** মুসা (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বনী ইসরাঈলকে 'আইয়ামুল্লাহ' বা 'আল্লাহর দিবসসমূহ' স্মরণ করিয়ে দিতে। মুফাসসিরগণের মতে, 'আইয়ামুল্লাহ' বলতে আল্লাহ অতীতে বিভিন্ন জাতিকে যে নিয়ামত দিয়েছেন অথবা অবাধ্যতার কারণে যে শাস্তি দিয়েছেন, সেই বিশেষ দিনগুলোকে বোঝানো হয়েছে।

৪. উপসংহার (خاتمة): নবী ও আসমানি কিতাবের লক্ষ্য মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তির আলোয় আনা। আল্লাহর নিদর্শন ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা মুমিনের কর্তব্য।

প্রশ্ন-৩৫ আয়াত: সূরা ইবরাহীম, আয়াত ১৮-২০ (مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد... الى... وما ذلك على الله بعزيز)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): কাফেররা দুনিয়ায় অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকতে পারে, কিন্তু ঈমান না থাকায় আখেরাতে তার কোনো মূল্য নেই। এই বিষয়টি বোঝাতে আল্লাহ তায়ালা এখানে ছাই ও ঝড়ের একটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করেছেন। সেই সাথে আল্লাহর সৃজনী ক্ষমতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-১৮): যারা তাদের রবের সাথে কুফরি করে, তাদের আমলের দৃষ্টান্ত হলো ছাইয়ের মতো, যার ওপর দিয়ে ঝড়ো দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে বয়ে যায়। তারা যা উপার্জন করেছে, তার কিছুই তারা নিজেদের কাজে লাগাতে পারবে না। এটিই হলো দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা। **(আয়াত-১৯):** তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিন যথাযথভাবে (হক-সহ) সৃষ্টি করেছেন? তিনি চাইলে তোমাদের বিলুপ্ত করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি

অস্তিত্বে আনতে পারেন। **(আয়াত-২০):** আর এটি আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ১৮-এর ব্যাখ্যা: কাফেরদের নেক আমল (যেমন—দান-সদকা, মেহমানদারি) আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না। কারণ ঈমান হলো আমল কবুলের পূর্বশর্ত। তাদের আমলকে এমন 'ছাই' (রামাদ)-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা ঝড়ের বাতাসে উড়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন তারা সওয়াবের আশা করবে, কিন্তু কিছুই পাবে না। **আয়াত ১৯-২০ এর ব্যাখ্যা:** আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য। মানুষ যদি অবাধ্য হয়, তবে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে নতুন কোনো জাতি বা সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো মাখলুক সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহর অসীম কুদরতের কাছে এটি খুবই সহজ ব্যাপার (মা জালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয)।

৪. উপসংহার (خاتمة): ঈমান ছাড়া কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ আমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন, বরং আমরাই তাঁর দয়ার ভিখারি।

প্রশ্ন-৩৬ আয়াত: সূরা ইবরাহীম, আয়াত ২১-২২ (وبرزوا لله جميعا فقال الضعفؤ... الى... ان الظلمين لهم عذاب اليم)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে দুর্বল অনুসারী ও অহংকারী নেতাদের মধ্যকার তর্ক-বিতর্ক এবং জাহান্নামে শয়তানের ঐতিহাসিক ভাষণের বিবরণ এই আয়াতগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-২১): আর তারা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। অতঃপর দুর্বলরা অহংকারীদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম; এখন কি তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদের কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ যদি আমাদের হেদায়েত দিতেন, তবে আমরাও তোমাদের হেদায়েত দিতাম। এখন আমরা হাহাকার করি আর ধৈর্য ধরি—আমাদের জন্য উভয়ই সমান; আমাদের পালানোর কোনো জায়গা নেই।'

(আয়াত-২২): আর যখন ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন, আর আমিও তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদাভঙ্গ করেছি। আর তোমাদের ওপর আমার কোনো আধিপত্য ছিল না, কেবল এটুকু ছাড়া যে, আমি তোমাদের ডেকেছি আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ। কাজেই তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না, বরং নিজেদেরই ভর্ৎসনা করো। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে (আল্লাহর) শরিক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করছি।' নিশ্চয়ই জালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ২১-এর ব্যাখ্যা: দুনিয়ায় যারা অন্ধভাবে নেতাদের অনুসরণ করে কুফরি বা পাপ করেছে, হাশরের দিন তারা সেই নেতাদের সাহায্য চাইবে। কিন্তু নেতারা নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করবে। **আয়াত ২২-এর ব্যাখ্যা:** একে মুফাসসিরগণ 'শয়তানের খুতবা' বলেন। জাহান্নামিরা যখন শয়তানকে দোষারোপ করবে, তখন শয়তান পরিষ্কার বলে দেবে যে, সে কাউকে জোর করে পাপ করায়নি, শুধু প্ররোচনা দিয়েছে (ওয়াসওয়াসা)। মানুষ নিজের ইচ্ছায় সাড়া দিয়েছে। তাই আজ শয়তান নিজের দায় অস্বীকার করে মানুষের ওপরই দোষ চাপাবে। এটি হবে জাহান্নামিদের জন্য মানসিক আযাব।

৪. উপসংহার (خاتمة): অন্যের অন্ধ অনুসরণ বা শয়তানের প্ররোচনা আখেরাতে মুক্তির অজুহাত হতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের কর্মের হিসাব নিজেই দিতে হবে।

প্রশ্ন-৩৭ আয়াত: সূরা ইবরাহীম, আয়াত ২৪-২৯ (الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة... الى... يصلونها وبئس القرار)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): ঈমান ও কুফরির পার্থক্য বোঝাতে আল্লাহ তায়ালা 'কালিমায়ে তাইয়্যেবা' (পবিত্র বাক্য) ও 'কালিমায়ে খবীসা' (অসৎ বাক্য)-এর উপমা দিয়েছেন। এরপর অকৃতজ্ঞ জাতি ও তাদের পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন।

২. অনুবাদ (ترجمة): **(আয়াত-২৪):** তুমি কি দেখ না, আল্লাহ কীভাবে উপমা পেশ করেছেন? 'কালিমায়ে তাইয়্যেবা' (সৎ বাক্য) হলো একটি 'শাজারাতুন তাইয়্যেবা' (উত্তম গাছ)-এর মতো, যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। **(আয়াত-২৫):** সে তার রবের নির্দেশে সবসময় ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। **(আয়াত-২৬):** আর 'কালিমায়ে খবীসা' (অসৎ বাক্য)-এর উপমা হলো একটি 'শাজারাতুন খবীসা' (মন্দ গাছ)-এর মতো, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে; যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। **(আয়াত-২৭):** যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের শাশ্বত বাণীর (কালিমা তাইয়্যেবা) মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর আল্লাহ জালেমদের পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা চান তা-ই করেন। **(আয়াত-২৮):** তুমি কি তাদের দেখনি, যারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরিতে পরিবর্তন করেছে এবং তাদের কওমকে ধ্বংসের আলয়ে নামিয়ে এনেছে? **(আয়াত-২৯):** তা হলো জাহান্নাম; তারা তাতে দগ্ধ হবে। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ২৪-২৫ এর ব্যাখ্যা: 'কালিমায়ে তাইয়্যেবা' হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। একে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে (সহিহ বুখারীর হাদিস অনুযায়ী)। খেজুর গাছের শিকড় যেমন মাটির গভীরে শক্তভাবে থাকে এবং সারা বছর ফল দেয়, তেমনি মুমিনের ঈমানও অন্তরে বদ্ধমূল থাকে এবং তার নেক আমল সর্বদা আল্লাহর দরবারে পৌঁছায়। **আয়াত ২৬-এর ব্যাখ্যা:** 'কালিমায়ে খবীসা' হলো শিরক বা কুফরি বাক্য। এর তুলনা দেওয়া হয়েছে 'হানজাল' বা মাকাল ফলের গাছের সাথে, যার শিকড় দুর্বল এবং যা সামান্য আঘাতেই উপড়ে যায়। এর কোনো স্থায়িত্ব বা ভালো ফল নেই। **আয়াত ২৭-এর ব্যাখ্যা:** 'কাওলুস সাবিত' বা শাশ্বত বাণী দ্বারা কবরের সওয়াল-জওয়াবের সময় মুমিনদের দৃঢ় থাকার কথা বলা হয়েছে। হাদিস অনুযায়ী, মুমিন কবরেও তাওহীদের সাক্ষ্য দিতে পারবে। **আয়াত ২৮-২৯ এর ব্যাখ্যা:** এখানে মক্কার কুরাইশ নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (যেমন আবু জাহেল), যারা নবীজির মতো মহান নিয়ামত পেয়েও কুফরি করেছে এবং বদরের যুদ্ধে নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাদের চূড়ান্ত ঠিকানা জাহান্নাম।

৪. উপসংহার (خاتمة): তাওহীদ মানুষের জীবনে স্থায়িত্ব ও কল্যাণ বয়ে আনে, আর শিরক বা কুফরি মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস করে।

প্রশ্ন-৩৮ আয়াত: সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৩৫-৩৯ (واذ قال ابرهيم رب اجعل هذا البلد... الى... ان ربى لسميع الدعاء)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর স্ত্রী ও শিশু সন্তান ইসমাইল (আ.)-কে মক্কার জনমানবহীন প্রান্তরে রেখে আল্লাহর কাছে যে ঐতিহাসিক দোয়াগুলো করেছিলেন, তা এই আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। মক্কার নিরাপত্তা, মূর্তিপূজা থেকে মুক্তি এবং সালাত কায়েম ছিল তাঁর দোয়ার মূল বিষয়।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-৩৫): আর (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলল, 'হে আমার রব! এই শহরকে (মক্কা) নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।' **(আয়াত-৩৬):** 'হে আমার রব! নিশ্চয়ই এগুলো (মূর্তি) অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত; আর যে আমার অবাধ্য হবে—তবে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' **(আয়াত-৩৭):** 'হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের একাংশকে (ইসমাইলকে) আপনার পবিত্র ঘরের নিকট এক শস্যহীন উপত্যকায় বসবাস করালাম। হে আমাদের রব! যাতে তারা সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদের ফলমূল দ্বারা রিযিক দান করুন, আশা করা যায় তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।' **(আয়াত-৩৮):** 'হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি জানেন যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি। আর আসমান ও জমিনে আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকে না।' **(আয়াত-৩৯):** 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বার্ধক্য বয়সে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার রব দোয়া শ্রবণকারী।'

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ৩৫-৩৬ এর ব্যাখ্যা: ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার ফলেই মক্কা আজও নিরাপদ শহর (বালাদান আমিনা)। তিনি মূর্তিপূজার কঠোর বিরোধী হয়েও আল্লাহর কাছে নিজের ও সন্তানদের জন্য শিরক থেকে পানাহ চেয়েছেন, যা শিরকের ভয়াবহতা প্রমাণ করে। অবাধ্যদের জন্য তিনি বদদোয়া না করে আল্লাহর ক্ষমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। **আয়াত ৩৭-এর ব্যাখ্যা:** ইবরাহীম (আ.) পরিবারকে মক্কায় রেখেছিলেন মূলত 'সালাত কায়েম' করার জন্য। তিনি দোয়া করেছিলেন মানুষের অন্তর যেন তাদের দিকে ধাবিত হয় (তাহভি

ইলাইহিম)। এর ফলেই প্রতি বছর হজ্জের সময় লাখ লাখ মানুষ মক্কায় ছুটে যায় এবং মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সব ধরনের ফলমূল পাওয়া যায়। **আয়াত ৩৯-এর ব্যাখ্যা:** বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের জন্য তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। ইসমাইল (আ.)-কে ১৩ বছর বয়সে এবং ইসহাক (আ.)-কে ১০০ বছর বয়সের পর তিনি লাভ করেছিলেন।

৪. উপসংহার (خاتمة): সন্তান ও পরিবারের দ্বীনি ভবিষ্যতের জন্য দোয়া করা নবীদের সুন্নাত। সালাত প্রতিষ্ঠা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশই ছিল ইবরাহীমী মিল্লাতের মূল শিক্ষা।

প্রশ্ন-৩৯ আয়াত: সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৪৮-৫২ (يوم تبدل الارض غير الارض... الى... و ليذكر اولوا الالباب)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): সূরা ইবরাহীমের শেষ আয়াতগুলোতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য, অপরাধীদের করুণ অবস্থা এবং কুরআনের মূল বার্তা—তাওহীদ—এর চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-৪৮): যেদিন এই জমিনকে পরিবর্তন করে অন্য জমিন করা হবে এবং আসমানসমূহকেও (পরিবর্তন করা হবে), আর মানুষ প্রকট হবে এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে। **(আয়াত-৪৯):** আর সেদিন আপনি অপরাধীদের দেখবেন শিকল দ্বারা পরস্পর বাঁধা অবস্থায়। **(আয়াত-৫০):** তাদের পোশাক হবে আলকাতরার (কাতরান) এবং আগুন তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করে ফেলবে। **(আয়াত-৫১):** যাতে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। **(আয়াত-৫২):** এটি (কুরআন) মানুষের জন্য এক বার্তা, যাতে এর দ্বারা তাদের সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি (আল্লাহ) কেবল এক ইলাহ এবং যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ৪৮-এর ব্যাখ্যা: কিয়ামতের দিন বর্তমান পৃথিবীর রূপ পাল্টে ফেলা হবে (তাবদিলুল আরদ)। মাটি হবে রুটির মতো সাদা ও সমতল, যেখানে কারো লুকানোর জায়গা থাকবে না। সবাই 'ওয়াহিদ ও কাহহার'

আল্লাহর সামনে হাজির হবে। **আয়াত ৪৯-৫০ এর ব্যাখ্যা:** 'মুজরিম' বা অপরাধীদের হাতে-পায়ে শিকল থাকবে। তাদের পোশাক হবে 'কাতরান' বা গলিত তামা/আলকাতরার, যা অত্যন্ত দাহ্য এবং দুর্গন্ধযুক্ত। আগুন তাদের সর্বাঙ্গ গ্রাস করবে। **আয়াত ৫২-এর ব্যাখ্যা:** এটি সূরার উপসংহার। এখানে কুরআনের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে: ১. মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো (বালাগ)। ২. আখেরাতের ব্যাপারে সতর্ক করা (ইনযার)। ৩. তাওহীদের জ্ঞান দান করা এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ (তাসকীর)।

৪. উপসংহার (خاتمة): কিয়ামতের পরিবর্তন ও শাস্তি সত্য। এই কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণে সতর্ক করা।

সূরা আল হিজর : سورة الحجر

প্রশ্ন-৪০ আয়াত: সূরা আল-হিজর, আয়াত ১-১০ (الر تلك ايت الكتب... الى... فى شيع الاولين)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): মক্কায় অবতীর্ণ এই সূরার শুরুতে কুরআনের মর্যাদা, কাফেরদের আক্ষেপ, কুরআনের সুরক্ষার নিশ্চয়তা এবং পূর্ববর্তী জাতিদের আচরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাফেররা নবীজি (সা.)-কে পাগল বলে যে অপবাদ দিত, তার খণ্ডনও এখানে রয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-১): আলিফ-লাম-রা; এগুলো কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত। **(আয়াত-২):** কোনো এক সময় কাফেররা অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! যদি তারা মুসলিম হতো। **(আয়াত-৩):** আপনি তাদের ছেড়ে দিন, তারা খেতে থাকুক ও ভোগ করতে থাকুক এবং (মিথ্যা) আশা তাদের উদাসীন রাখুক। শীঘ্রই তারা (পরিণাম) জানতে পারবে। **(আয়াত-৪):** আমি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি, যার জন্য নির্দিষ্ট লিখিত সময়কাল ছিল না। **(আয়াত-৫):** কোনো জাতি তার নির্দিষ্ট সময়কে ত্বরান্বিত করতে পারে না এবং বিলম্বিতও করতে পারে না। **(আয়াত-৬):** আর তারা বলে, 'হে ঐ ব্যক্তি যার ওপর কুরআন (যিকির) নাযিল করা হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয়ই এক পাগল।' **(আয়াত-৭):** 'তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের কাছে ফেরেশতাদের নিয়ে আসছ না কেন?' **(আয়াত-৮):** আমি ফেরেশতাদের যথার্থ কারণ (হক) ছাড়া নাযিল করি না; আর তখন (ফেরেশতা আসলে) তারা কোনো অবকাশ পেত না। **(আয়াত-৯):** নিশ্চয়ই আমি এই 'যিকির' (কুরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি এর সংরক্ষক। **(আয়াত-১০):** আর আমি অবশ্যই আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ২-এর ব্যাখ্যা: আখেরাতে যখন কাফেররা জাহান্নামের শাস্তি দেখবে, তখন তারা আফসোস করে বলবে, 'হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় মুসলমান থাকতাম।' **আয়াত ৩-এর ব্যাখ্যা:** দুনিয়ার ভোগবিলাস এবং 'আমাল' (দীর্ঘ আশা) মানুষকে আখেরাত থেকে গাফেল রাখে। আল্লাহ নবীজিকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, তাদের এই মোহে মগ্ন থাকতে দিন, পরিণাম তারা শীঘ্রই দেখবে। **আয়াত ৬-৯ এর ব্যাখ্যা:** মক্কার কাফেররা নবীজি (সা.)-কে উপহাস

করে 'মাজনুন' বা পাগল বলত। তারা দাবি করত, সত্য নবী হলে ফেরেশতা এনে দেখাও। আল্লাহ জবাব দেন, ফেরেশতা কেবল 'হক' বা চূড়ান্ত ফয়সালা (আযাব) নিয়ে আসে। আর এই কুরআনের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং নিয়েছেন (ইন্না লাহু লাহা-ফিজুন)। তাই পৃথিবীর কোনো শক্তি এর একটি হরফও পরিবর্তন করতে পারবে না।

৪. উপসংহার (خاتمة): কুরআন আল্লাহর সংরক্ষিত কিতাব। কাফেরদের উপহাস বা ফেরেশতা দেখার দাবি তাদের ঈমান না আনার বাহানা মাত্র।

প্রশ্ন-৪১ আয়াত: সূরা আল-হিজর, আয়াত ১১-১৫ (وما ياتيهم من رسول... الى... بل نحن قوم مسحورون)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): পূর্ববর্তী জাতিগুলো নবীদের সাথে কেমন আচরণ করত এবং হঠকারী কাফেরদের মনস্তত্ত্ব কেমন হয়—তা এই আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। সত্যের নিদর্শন দেখার পরও তারা তা মানতে চাইত না।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-১১): আর তাদের কাছে এমন কোনো রাসূল আসেনি, যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। **(আয়াত-১২):** এভাবেই আমি তা (বিদ্রূপ ও কুফরি) অপরাধীদের অন্তরে সঞ্চারিত করি। **(আয়াত-১৩):** তারা এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনে না; অথচ পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি (ধ্বংসের নিয়ম) গত হয়েছে। **(আয়াত-১৪):** আর যদি আমি তাদের জন্য আকাশের কোনো দরজা খুলে দিতাম এবং তারা তাতে দিনভর আরোহণ করতে থাকত। **(আয়াত-১৫):** তবুও তারা অবশ্যই বলত, 'আমাদের দৃষ্টি মোহচ্ছন্ন (মাতাল) করা হয়েছে; বরং আমরা এক জাদুকৃত সম্প্রদায়।'

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ১১-১৩ এর ব্যাখ্যা: নবীদের নিয়ে ঠাট্টা করা কাফেরদের পুরনো অভ্যাস। আল্লাহ বলেন, তিনি 'মুজরিম' বা অপরাধীদের অন্তরে এই মিথ্যারোপ ও বিদ্রূপের মানসিকতা প্রবিষ্ট করান (তাদের কর্মফলের কারণে)। অতীতের জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে, তবুও মক্কার কাফেররা শিক্ষা নিচ্ছে না। **আয়াত ১৪-১৫ এর ব্যাখ্যা:** তাদের হঠকারিতা এত চরম পর্যায়ে যে, আল্লাহ যদি তাদের জন্য আসমানে ওঠার সিঁড়ি বা দরজা খুলে দেন এবং তারা স্বশরীরে

আকাশে বিচরণ করে সব দেখে আসে, তবুও তারা ফিরে এসে বলবে না যে আমরা সত্য দেখেছি। বরং তারা বলবে, 'সুক্কিরাত আবসারুনা'—আমাদের চোখে ধাঁধা লাগানো হয়েছে অথবা মুহাম্মদ (সা.) আমাদের ওপর জাদু করেছেন। অর্থাৎ, তারা কোনোভাবেই ঈমান আনবে না।

৪. উপসংহার (خاتمة): হেদায়েত কেবল অলৌকিক নিদর্শন দেখার ওপর নির্ভর করে না, বরং অন্তরের সততার ওপর নির্ভর করে। গোঁড়া ও হঠকারীদের সামনে সত্য স্পষ্ট হলেও তারা তা স্বীকার করে না।

প্রশ্ন-৪২ আয়াত: সূরা আল-হিজর, আয়াত ২৬-৩১ (ولقد خلقنا الانسان من صلصال... الى... ابى ان يكون مع السجدين)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): মানুষ সৃষ্টির উপাদান, জিনের সৃষ্টির উপাদান এবং আদম (আ.)-কে সেজদা করার নির্দেশের মাধ্যমে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা—এই বিষয়গুলো এখানে আলোচিত হয়েছে। ইবলিস বা শয়তানের অহংকারের চিত্রও এখানে ফুটে উঠেছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-২৬): আর আমি অবশ্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছি পচা কাদার শুষ্ক ঠনঠনে মাটি (সালসাল) থেকে। **(আয়াত-২৭):** এবং জিনকে এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি ধোঁয়াবিহীন উত্তপ্ত আগুন (নারিস সামুম) থেকে। **(আয়াত-২৮):** আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পচা কাদার শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।' **(আয়াত-২৯):** 'অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।' **(আয়াত-৩০):** তখন ফেরেশতারা সবাই একত্রে সিজদা করল। **(আয়াত-৩১):** কেবল ইবলিস ছাড়া; সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ২৬-এর ব্যাখ্যা: মানুষ সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে: ১. 'সালসাল' (শুষ্ক মাটি যা টোকা দিলে ঠনঠন শব্দ করে), ২. 'হামা' (কালো কাদা), ৩. 'মাসনুন' (পরিবর্তিত বা পচা)। অর্থাৎ, মাটি ভিজিয়ে কাদা করা হয়েছে, তারপর তা শুকিয়ে আকৃতি দেওয়া হয়েছে।

আয়াত ২৭-এর ব্যাখ্যা: জিন জাতিকে মানুষের আগেই সৃষ্টি করা হয়েছে 'নারিস সামুম' বা অতিশয় উত্তপ্ত ও ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে। **আয়াত ২৮-৩১ এর ব্যাখ্যা:** আল্লাহ আদম (আ.)-এর অবয়ব পূর্ণ করে তাতে 'রুহ' সঞ্চার করার পর ফেরেশতাদের সেজদা করতে বলেন। এটি ছিল 'সিজদায়ে তাহিয়্যা' বা সম্মানসূচক সেজদা, ইবাদতের সেজদা নয়। ফেরেশতারা নির্দেশ মানল, কিন্তু ইবলিস (যে জিনের অন্তর্ভুক্ত ছিল) অহংকারবশত মাটির তৈরি মানুষকে সেজদা করতে অস্বীকার করল।

৪. উপসংহার (خاتمة): মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। অহংকার ইবলিসকে অভিশপ্ত করেছে। আল্লাহর নির্দেশের সামনে যুক্তি নয়, আনুগত্যই কাম্য।

প্রশ্ন-৪৩ আয়াত: সূরা আল-হিজর, আয়াত ৪৫-৪৯ (ان المتقين فى جنت وعيون... الى... نبئ عبادى انى انا الغفور الرحيم)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): জাহান্নামিদের শাস্তির বর্ণনার পর এই আয়াতগুলোতে মুত্তাকীদের পুরস্কার, জান্নাতের সুখ-শান্তি এবং তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-৪৫): নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহ ও ঝর্ণাধারায়। **(আয়াত-৪৬):** (তাদের বলা হবে) 'তোমরা শান্তির সাথে নিরাপদে তাতে প্রবেশ কর।' **(আয়াত-৪৭):** আর আমি তাদের অন্তরে যে বিদ্বেষ ছিল তা দূর করে দেব; তারা ভাই ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে। **(আয়াত-৪৮):** সেখানে তাদের কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে কখনো বহিষ্কৃত হবে না। **(আয়াত-৪৯):** (হে নবী!) আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয়ই আমি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ৪৫-৪৬ এর ব্যাখ্যা: মুত্তাকীদের আবাস হবে বাগবাগিচা ও ঝর্ণা। সেখানে তারা 'সালাম' (শান্তি) ও 'আমিনীন' (নিরাপত্তা)-এর সাথে প্রবেশ করবে। কোনো ভয় বা দুঃখ সেখানে থাকবে না। **আয়াত ৪৭-এর ব্যাখ্যা:** জান্নাতিদের বড় নিয়ামত হলো মানসিক প্রশান্তি। দুনিয়ায় মুমিনদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য বা হিংসা-বিদ্বেষ (গিল্) থাকলে আল্লাহ জান্নাতে

প্রবেশের আগে তা দূর করে দেবেন। তারা একে অপরের দিকে মুখ করে সিংহাসনে (সুরুরি) বসবে, কেউ কারো পেছনে থাকবে না। **আয়াত ৪৮-৪৯ এর ব্যাখ্যা:** জান্নাতে কোনো 'নাসাব' বা ক্লান্তি-শ্রান্তি নেই এবং সেখান থেকে কাউকে কখনো বের করা হবে না। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের আশ্বস্ত করছেন যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তবে পরবর্তী আয়াতে (আয়াত ৫০) তাঁর শাস্তির কথাও মনে রাখতে বলা হয়েছে।

৪. উপসংহার (خاتمة): জান্নাত হলো চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির স্থান, যেখানে শারীরিক কষ্টের পাশাপাশি মানসিক কালিমা থেকেও মানুষ মুক্ত থাকবে।

প্রশ্ন-৪৪ আয়াত: সূরা আল-হিজর, আয়াত ৮৭-৯৩ (ولقد اتينك سبعا من المثانى... الى... عما كانوا يعملون)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): সূরা ফাতিহা ও কুরআনের মর্যাদা এবং দুনিয়াদারদের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়ার জন্য নবীজিকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কুরআনের ব্যাপারে যারা বিভক্তি সৃষ্টি করে, তাদের কঠোর হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-৮৭): আর আমি অবশ্যই আপনাকে 'সাব'আ মাসানী' (বারবার পঠিত সাতটি আয়াত) এবং মহান কুরআন দান করেছি। **(আয়াত-৮৮):** আপনি আপনার দু'চোখ কখনো প্রসারিত করবেন না সেই ভোগসামগ্রীর প্রতি, যা আমি তাদের (কাফেরদের) বিভিন্ন শ্রেণিকে উপভোগ করতে দিয়েছি এবং তাদের জন্য দুঃখ করবেন না। আর মুমিনদের জন্য আপনার ডানা অবনমিত রাখুন (স্নেহপরবশ হোন)। **(আয়াত-৮৯):** আর বলুন, 'নিশ্চয়ই আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' **(আয়াত-৯০):** যেমন আমি নাযিল করেছিলাম বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের ওপর। **(আয়াত-৯১):** যারা কুরআনকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করেছে। **(আয়াত-৯২):** সুতরাং আপনার রবের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করব। **(আয়াত-৯৩):** সে সম্পর্কে, যা তারা আমল করত।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ৮৭-এর ব্যাখ্যা: 'সাব'আ মাসানী' (সাতটি যা বারবার আবৃত্তি করা হয়) দ্বারা অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে **সূরা আল-ফাতিহা**

বোঝানো হয়েছে। কারণ এর সাতটি আয়াত প্রতি নামাজে বারবার পড়া হয়। মহান কুরআন এই সূরারই বিস্তারিত রূপ। **আয়াত ৮৮-এর ব্যাখ্যা:** আল্লাহ নবীজিকে বলছেন, আপনাকে যখন নবুওয়াত ও কুরআনের মতো মহাসম্পদ দেওয়া হয়েছে, তখন কাফেরদের পার্থিব ধন-সম্পদ ও চাকচিক্যের দিকে তাকাবেন না। মুমিনদের প্রতি বিনয়ী ও সদয় হোন (ওয়াখফিদ জানাহাকা)। **আয়াত ৯০-৯১ এর ব্যাখ্যা:** 'মুকতাসিমীন' বা বিভক্তি সৃষ্টিকারী বলতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বোঝানো হয়েছে, যারা তাদের কিতাবের কিছু অংশ মানত আর কিছু অংশ গোপন করত। অথবা মক্কার কুরাইশদের বোঝানো হয়েছে, যারা কুরআনকে জাদু, কবিতা বা গণনা বলে খণ্ড-বিখণ্ড করত (ই'জীন)। **আয়াত ৯২-৯৩ এর ব্যাখ্যা:** আল্লাহ নিজের সত্তার কসম খেয়ে বলছেন, যারা দ্বীন নিয়ে তামাশা করেছে বা কুরআনকে বিকৃত করেছে, তাদের পাই পাই হিসাব নেওয়া হবে।

৪. উপসংহার (خاتمة): কুরআন মাজিদ ও সূরা ফাতিহা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম। ধন-সম্পদ দেখে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়। কুরআন নিয়ে যারা বিভ্রান্তি ছড়ায়, তাদের বিচার সুনিশ্চিত।